নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

" প্রিয় নগরবাসী, আমন্ত্রিত সূধীমন্ডলী, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ এবং সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ" আসসালামু আলাইকুম

আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, সিটি কর্পোরেশন একটি স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। নগরীর সর্বস্তরের জনগণের সকল ধরনের সেবা নিশ্চিতকরণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সিটি কর্পোরেশনের মৌলিক দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে উপমহাদেশে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমলে ১৭৯৩ সনে বৃটিশ পার্লামেন্টে একটি চার্টারের মাধ্যমে ৩টি মিউনিসিপালিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৮৪২ সনের বঙ্গীয় আইন এবং ১৮৫৬ সনে পুলিশ এ্যাক্ট পাসের মাধ্যমে পৌরসভা প্রশাসন ব্যবস্থা একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। বিলুপ্ত নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা বাংলাদেশের একটি প্রাচীনতম বিশেষ শ্রেণীর পৌরসভা। ১৮৭৬ সালে এ পৌরসভা গঠিত হয়। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান ভাষা আন্দোলন এবং মহান স্বাধীনতা সংগ্রামসহ জাতি গঠনে নারায়ণগঞ্জ নগরীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। উপনিবেশিক আমলে শীতলক্ষ্যা নদীর উভয় পাড়ে নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা এ নগরী প্রাচ্যের ডান্ডি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। কালের বির্বতনে পাটজাত শিল্পের বিলুপ্ত হলেও বর্তমানে রপ্তানীযোগ্য নীটওয়ার এর ৮০% নারায়ণগঞ্জেই তৈরী হয়। নগরীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত শীতলক্ষ্যা নদীর দু'তীরে গড়ে উঠেছে আরো বিভিন্ন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান । ঢাকার পার্শ্ববর্তী ঘনবসতিপূর্ণ, শিল্প সমৃদ্ধ এ বন্দর নগরীর গুরুত্ব কখনো কমেনি বরং পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনকে একটি আধুনিক নগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই ।

প্রিয় নগরবাসী,

নারায়ণগঞ্জের গুরুত্ব বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালে নারায়ণগঞ্জ সফরের সময় ঐতিহ্যবাহী নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা, সিদ্ধিরগঞ্জ ও কদমরসুল পৌসভার সমন্বয়ে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠার ঘোষনা প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে, ৫ মে/২০১১ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ২৩শে জুন/২০১১ থেকে এর কার্যক্রম শুরু হয়। অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আমার পক্ষ থেকে এবং নারায়ণগঞ্জবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ৩০শে অক্টোবর,২০১১ একটি ঐতিহাসিক নির্বাচনের মাধ্যমে আমাকে এবং আমার কাউন্সিলরদের নির্বাচিত করার জন্য সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে এটি আমাদের প্রথম বাজেট। নগর বাসীর চাহিদার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ইতোপুর্বে ৮ বৎসর নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার মেয়র হিসেবে আপনাদের মতামত নিয়ে ৮ টি বাজেট ঘোষণা করেছি এবং আপনাদের সহযোগিতায় সফলতার সাথে বাজেটে প্রস্তাবিত উন্নয়নমূলক কাজ বাস্ড়বায়ন করেছি। ২০০৩ সালে নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার সময় একটি রাজস্ব শূন্য ভঙ্গুর পৌরসভা পেয়েছিলাম। ৮ বৎসরে আপনাদের সহায়তায় এটিকে একটি সমৃদ্ধ পৌরসভা হিসেবে গড়ে তুলি। আমি বিশ্বাস করি এই মূল্যায়ন থেকে আপনারা আমাকে সিটি কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। সিটি কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা লাভেব পর সেবা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা বেড়েছে। বিশেষকরে নারায়ণগঞ্জের তুলনায় অনুন্নত সিদ্ধিরগঞ্জ ও কদমরসুল এলাকার জনগণের প্রত্যাশা আরো বেশী। বিগত ৬ মাসে নাগরিকদের প্রত্যাশা পুরণে বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। **চলতি অর্থ বছরে বিগত ৬ মাসে ৬০ কোটি টাকার উন্নয়নমুলক কাজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। তাছাড়া আরো ২৮৮ টি উন্নয়ণমুলক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য সিটি কর্পোরেশনের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের পরিকল্পনা মোতাবেক এ বছরের বাজেট তৈরী করা হয়েছে।**

বিগত ৮ বছরে পৌরসভা থাকাকালীন সময়ে মোট ১৪৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ করা হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে ৫১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা, সরকারী অনুদানে ১০ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় UGIIP প্রকল্পের আওতায় ২৮ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা, World Bank এবং পৌরসভার যৌথ অর্থায়নে BMDF প্রকল্পের আওতায় ২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ২০০৪ সালে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ নগর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার উন্নয়নমুলক কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানে BMDF প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১৫ কোটি টাকার কাজ চলমান আছে। সিদ্ধিরগঞ্জ এবং কদমরসুল পৌরসভায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি না থাকায় সেখানে দীর্ঘদিন পরিকল্পিত কোন উন্নয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়নি। এজন্য এ'দুটি এলাকা নারায়ণগঞ্জের তুলনায় অনুন্নত। তাই সিটি কর্পোরেশনের তিনটি অঞ্চলে পরিকল্পিত উন্নয়ণের জন্য এ বছরের বাজেট প্রনয়ণ করা হয়েছে।

নগরবাসীর সার্বিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হলে আরোও বেশী নিজস্ব অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থের যোগান সচল রাখতে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব আয়ের উৎস বৃদ্ধি করার জন্য নিজস্ব ভূমিতে মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। বিলুপ্ত নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা এলাকায় মোট ৭ (সাত) টি মার্কেট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে আধুনিক দ্বিগুবাবুর বাজার পৌর মার্কেট, পঞ্চবটি পৌর মার্কেট, চাষাড়া সলিমুল-াহ রোডস্থ পৌর মার্কেট, মাধবী পৌর প-াজা, খানপুর হাসপাতাল সংলগ্ন পৌর মার্কেট, ধর্মতলা পৌর মার্কেট ও লয়েল ট্যাংক রোডস্থ থানার পুকুর পাড় পদ্ম পৌর প্লাজা-০১ অন্যতম। এছাড়া এস,এম মালেহ রোডস্থ টানবাজার পদ্ম পৌর প্লাজা-০২ এবং নিতাইগঞ্জ কাচারী গলি নতুন রাস্তার পার্শ্বে মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। **কদমরসুল অঞ্চলেও সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ভূমিতে পর্যায়ক্রমে আয়বর্ধক উন্নয়ণমুলক প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। সিদ্ধিরগঞ্জে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব মালিকানা ভুমি খুব অল্প, তাই সেখানে সরকারী অন্যান্য সংস্থার অব্যবহৃত ভুমি সিটি কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রণে এনে পর্যায়ক্রমে আয়বর্ধক উন্নয়ণমুলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।**

প্রিয় নগরবাসী,

সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এবং দারিদ্র বিমোচন, বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য দু'টি প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এর মধ্যে UGIIP প্রকল্পের আওতায় এযাবৎ ঋণ তহবিল ও আবর্তক তহবিল থেকে ৩২২১ জনের মধ্যে মোট ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের ঋণ আদায়ের হার ৯৯%। এ প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ার পরও এর কার্যক্রম অব্যাহত আছে। **এ বাজেটেও এ খাতে ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।**

CDC পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামো খাতে ফুটপাত, ড্রেন, ষ্ট্রিট লাইট নির্মাণ খাতে ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। CDC পর্যায়ে দারিদ্র দূরীকরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন যাহাতে অব্যাহত থাকে সেদিক লক্ষ্য রেখে এ খাতে নিজস্ব তহবিলের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৩৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া UPPR প্রকল্পের আওতায় ৬৫ টি CDC এর মাধ্যমে ৫১৩ টি দলের ২০,৯৫২ জন নারী ও ৩৪৮ জন পুরুষ সদস্য এ পর্যন্ত মোট ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬ শত ২৬ টাকা সঞ্চয় করেছে। এছাড়া শহরের হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের স্বাস্থ্য ও ভৌত অবকাঠামো সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে কমিউনিটিসমুহে ৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৪৪৩ টি স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা, ২০,৪৬১ মিঃ ফুটপাত, ৮১৭৪ মিঃ ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থাকল্পে ১৪৪ টি গভীর নলকুপ স্থাপন এবং ৪৬ টি স্বাস্থ্য সম্মত বাথরুম কাম টয়লেট করা হয়েছে। জ্বালানী সাশ্রয় ও পরিবেশ সংরক্ষন এবং স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১২৭০ টি বন্ধ চুলা স্থাপনের জন্য ১৫ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। নগর খাদ্য উৎপাদন খাতে ৬০৭ জনকে ৫ লক্ষ ৫৭ হাজার ১১০ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবন্ধি ৭০ জন শিশুকে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ৮৯ জন শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষা সহায়তা চলমান আছে। এছাড়া কমিউনিটি পর্যায়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪৭ জন কমিউনিটি ফেসিলেটরদেরকে ১২ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ব্যয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১২০ জনকে সেলাই প্রশিক্ষন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া হত দরিদ্র ৫৫৪ জনকে ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য ২৭ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। CDC এর মাধ্যমে পৌর এলাকার নিম্নআয়ের এবং কমিউনিটিতে বসবাসরত ঝরে পড়া ৫০৪৫ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষার জন্য বই, খাতা, স্কুলের বেতন, পরীক্ষা ফি সহায়তা করা হচ্ছে।

এ প্রকল্পের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে অবকাঠামো নির্মান খাতে ২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা, শিক্ষানবীস প্রশিক্ষন খাতে ২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা, ঝরে পড়াদের শিক্ষা সহায়তা বাবদ ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা লাভের পর সিদ্ধিরগঞ্জ এবং কদমরসুল এলাকায় UPPR প্রকল্প সম্প্রসারণের জন্য UNDP কে অনুরোধ করা হয়েছে।

প্রিয় নগরবাসী,

৭১' মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জাগ্রত রাখার লক্ষ্যে শহরের বিভিন্ন মোড়ে ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও শিক্ষা সুযোগের দিকে নজর রেখে আলী আহাম্মদ চুনকা আধুনিক পাঠাগার ও মিলনায়তন নির্মান কাজ চলমান আছে। প্রায় ১,৩০,০০০ ছাত্র/ছাত্রীর অংশগ্রহণে মহান ভাষা আন্দেলন ,স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং নারায়ণগঞ্জের ঐতিহ্যভিত্তিক সাধারণ জ্ঞানের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে । কদমরসুল এবং সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় পর্যায়ক্রমে ভাষা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ভাস্কর্য নির্মাণ করা হবে। নগরীর খেলাধুলার মান ও বিনোদনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিলুপ্ত নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা কর্তৃক পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় পঞ্চবটিস্থ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ৬.২ একর ভূমিতে Amusement Park নির্মাণের কাজ চলমান আছে। এর নির্মাণ কাজ শেষ হলে বিনোদনের পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশন বাৎসরিক ৬ লক্ষ ২০ হাজার টাকা রাজস্ব আয় হবে। যুব সমাজের উন্নয়নে খেলাধুলা এবং বিনোদন আবশ্যক। বিপদগামী নেশাগ্রস্থ এবং বিভিন্ন অপরাধমুলক কার্যক্রম হতে যুব সমাজকে দুরে রাখার অভিপ্রায়ে খেলাধুলার জন্য সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৮নং ওয়ার্ডের গোগনগরে আলী আহাম্মদ চুনকা ষ্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। **সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন কদমরসুল অঞ্চলের সোনাকান্দা হাট এলাকায় ইকো পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।**

প্রিয় নগরবাসী,

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন তার সীমিত জনবল কাঠামো এবং আর্থিক সল্পতা থাকা সত্ত্বেও নগরবাসীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে আসছে। মশক নিধন, ডোবা পুকুর ও জলধারা সংস্কার, ইপিআই কার্যক্রম, ক্ষতিকর প্রাণী নিয়ন্ত্রণ, ড্রেন ও ময়লা আর্বজনা পরিস্কার এবং রাস্তায় বিদ্যুতায়ন এর মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে আসছে। বিলুপ্ত নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা স্বাস্থ্য খাতে সর্বমোট ১ কোটি ৭৩ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং **আগামী আর্থিক বছরে সিটি কর্পোরেশনের তিনটি অঞ্চলে ৩৫ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। UPHC এর সহায়তায় এ বছর একটি মাতৃসদন এবং তিনটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।** এছাড়া ঐতিহ্যগতভাবে সুইপারকলোনীর কর্মচারী যারা জনস্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আসছে, **তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে বহুতল ভবন বিশিষ্ট আবাসন নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে।**

প্রিয় নগরবাসী,

আপনারা অবগত আছেন যে, সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় সরকারের একটি জনকল্যানমুখী এবং সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় পর্যায়ে গৃহিত রাজস্ব যেমনঃ পৌর কর, ফিস, ইজারা, অন্যান্য আয় ও সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত অনুদান এবং বৈদেশিক সাহায্যে বাস্ড়বায়িত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্য অর্থের দ্বারা উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে। এক্ষেত্রে সরকারী অনুদান চাহিদার তুলনায় খুবই নগণ্য। বৈদাশিক সাহায্যে বাস্ড়বায়িত প্রকল্পের অনুদান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উপর নির্ভর করে। বৈদাশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প হতে অনুদান পেতে হলে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব আয় বিশেষ করে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের হার সন্তোষজনক হতে হবে। অর্থাৎ দাবীকৃত করের ৮০% আদায় নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে নগরবাসীর অনেক সম্মানিত করদাতা ঠিকমত তাদের হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ না করায় কাংঙ্খিত লক্ষমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। এতে সিটি কর্পোরেশন তথা নগরবাসী সরকারী অনুদান এবং বৈদেশিক সাহায্যে বাস্ড়বায়িত প্রকল্পের সুবিধা হতে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা আছে। হোল্ডিং ট্যাক্স ও

অন্যান্য কর পরিশোধে সর্বদা নগরবাসীকে বছরের শুরু হতে নোটিশ, বিজ্ঞপ্তি এবং মাইকিং এর মাধ্যমে সচেতন করে আসছে। তবুও লক্ষ্য করা যায় আর্থিক বছরের শেষে অধিকাংশ হোল্ডিং এর ট্যাক্স বকেয়া থেকে যায়, এ খাতে আদায়কৃত অর্থ সিটি কর্পোরেশনের নগরবাসীর কল্যাণের জন্য ব্যয় করা হবে। তাই আমি উপস্থিত সকলের মাধ্যমে জনসাধারণকে হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রিয় নগরবাসী,

সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান পরিষদ কর্তৃক নগরবাসীর নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করাসহ সেবা প্রদানের জন্য **নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমুহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।**

(১) জনসেবা নিশ্চিতের জন্য তিনটি অঞ্চলে ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে;

(২) সিটি কর্পোরেশনের প্রত্যেকটি শাখা কম্পিউটারাইজ করা এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে কম্পিউটার বিষয়ে সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;

(৩) সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর কাজ মনিটরিংসহ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান সিসিটিভি ক্যামেরার পরিধি আরো বৃদ্ধি করা হবে;

(৪) কর আদায় সচ্ছতার লক্ষ্যে কম্পিউটারাইজ ট্যাক্স বিল প্রদান করা হচ্ছে;

(৫) সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ওয়েব সাইট (www.narayanganjcity.0rg.bd) তৈরী করা হয়েছে। যার মাধ্যমে নগরবাসী সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন তথ্যাদি সর্ম্পকে জানতে পারবেন এবং ই-মেইল (narayanganjcitycorporation@yahoo.com) এ যেকোন অভিযোগ প্রেরণ করতে পারবেন;

(৬) অফিস চলাকালীন সময় সাধারণ জনগণের অভিযোগ গ্রহণের জন্য তিনটি মোবাইল ফোনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ বছরেই মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে নগরবাসীর অভিযোগ / মতামত গ্রহণ করা হবে;

প্রিয় নগরবাসী,

আপনারা নিশ্চয় জেনে খুশি হবেন যে, সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নগরবাসীর সেবা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নরূপ কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করার **ভবিষ্যত পরিকল্পনা** গ্রহণ করেছে।

(১) আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ১৫ তলা বিশিষ্ট নগর ভবন নির্মাণ;

(২) মহিম গাংঙ্গুলী রোডস্থ ৯ তলা বিশিষ্ট সিটি পদ্ম প্লাজা-০৩ বানিজ্যিক কাম এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ; [প্রক্রিয়াধীন]

(৩) চাষাড়া বাগে জান্নাত মসজিদ নির্মাণ এবং ২০ তলা বিশিষ্ট বানিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ; [প্রক্রিয়াধীন]

(৪) মাসদাইর কবরস্থান মসজিদ নির্মাণ; [চলমান]

(৫) ৭০০ বৎসরের ঐতিহ্যবাহী কদমরসুল দরগার সংস্কার; [চলমান]

(৬) বঙ্গবন্ধু রোডস্থ আলী আহাম্মদ চুনকা পাঠাগার সংলগ্ন সিটি কর্পোরেশনের ভূমিতে প্রস্তাবিত ১২ তলা বিশিষ্ট দোয়েল প্লাজা-০১ বানিজ্যিক কাম এপার্টমেন্ট নির্মাণ; [চলমান]

(৭) মর্গ্যান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মুখে ১২ তলা বিশিষ্ট দোয়েল প-াজা-০২ বানিজ্যিক ও আবাসিক ভবন

নির্মাণ; [প্রক্রিয়াধীন]

(৮) বাপ্পি স্মৃতি সংসদ সংলগ্ন ক্লাষ্টার সেন্টার ও মার্কেট কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ; [প্রক্রিয়াধীন]

(৯) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ; [প্রক্রিয়াধীন]

(১০) শীতলক্ষ্যা নদীর সীমানা বরাবর ওয়ার্কওয়ে নির্মাণ ও সবুজায়ন; [মন্ত্রণালয়ের প্রক্রিয়াধীন]

(১১) নিতাইগঞ্জ হতে হাটখোলা (সিটি কর্পোরেশন সীমানায়) রোড নির্মাণ; [প্রক্রিয়াধীন]

(১২) সিটি কর্পোরেশনের সকল পুকুর ও খাল পুনঃখনন এবং ল্যান্ড স্কেপিং করণসহ সৌন্দর্য বর্ধন;

(১৩) সিটি কর্পোরেশনের সকল শাখার ফিস ও আর্থিক লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন করা; [প্রক্রিয়াধীন]

(১৪) ট্রেড লাইসেন্স, এসেসমেন্ট, জন্ম -মৃত্যু নিবন্ধন ও সনদ অন লাইনে কার্যক্রম গ্রহণ ; [চলমান]

(১৫) LAN (Local Area Network) এর আওতায় সকল বিভাগের মধ্যে কার্যক্রম সমন্বয় ও বাস্তবায়ন;

(১৬) ১৮নং ওয়ার্ডে পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) ভিত্তিতে আধুনিক বিদ্যালয় নির্মাণ;

(১৭) আধুনিক মানের স্কুল, কলেজ,মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে;

(১৮) শহরের যানজট নিরসনে রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে ১নং রেলগেইটস্থ রেলওয়ের ভুমির উপর বাস টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে;

(১৯) বর্জ্য নিস্পত্তি, প্রক্রিয়াজাত এবং এ ব্যাপারে উন্নয়ণমুলক প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য ১৫ একর ভুমি অধিগ্রহণ করা প্রক্রিয়া চলছে;

(২০) সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা, ড্রেন, ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণ ও পুনঃ নির্মাণের জন্য ২০০ কোটি টাকার DPP প্রনয়ণ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;

(২১) সিটি কর্পোরেশনের সকল ওয়ার্ডে কঞ্জারভেন্সী সেবা চালু করা হচ্ছে;

(২২) পর্যায়ক্রমে সকল ওয়ার্ডে ষ্ট্রীট লাইট লাগানো হবে;

(২৩) কবরস্থান শ্মশানের উন্নয়ন করা হবে;

(২৪) সিদ্ধিরগঞ্জে আঞ্চলিক ভবন নির্মাণ; [প্রক্রিয়াধীন]

(২৫) কদমরসুল আঞ্চলিক ভবন উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ; [চলমান]

(২৬) সিদ্ধিরগঞ্জে নিজস্ব ভূমিতে ৯ তলা বিশিষ্ট কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ;

(২৭) ১৮ নং ওয়ার্ডে শীতলক্ষ্যা খাল খনন ও এর তীর ঘেষে রাস্তা নির্মাণ;

(২৮) পঞ্চবটিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কম্পোস্ট ফাটিলাইজার প্লান্ট নির্মাণ; [চলমান]

(২৯) মদনগঞ্জ বাসষ্ট্যান্ড থেকে নবীগঞ্জ বাসষ্ট্যান্ড পর্যন্ত ১০০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ;

(৩০) শীতলক্ষ্যা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ (৫নং ঘাট হতে ইস্পাহানী ঘাট); [মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন]

(৩১) ২২ নং ওয়ার্ডে ঐতিহ্যবাহী সিরাজদ্দৌল্লাহ মাঠ, বধ্যভূমি এবং শহীদ মিনার সংস্কার;

(৩২) খেলাধুলার মান উন্নয়ণে পর্যায়ক্রমে সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে খেলার মাঠ নির্মাণ করা হবে;

প্রিয় নগরবাসী,

আপনাদের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্পূর্ণ বাস্তবতার নিরীখে আয়ের সাথে ব্যয়ের সংগতি পূর্বক অত্র বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বাজেটে কোন নতুন কর আরোপ করা হয়নি বা কর বৃদ্ধি করা হয়নি। আমি আজকের এই বাজেট অধিবেশন সভায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের জন্য রাজস্ব ও উন্নয়ন **মোট ৩১৫ কোটি ৪৬ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩০৭** টাকার বাজেট ঘোষণা করছি।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২০১২-১৩ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের সার-সংক্ষেপ

১। রাজস্ব আয়

		২০১২-১৩
ক)	গৃহ ও ভূমি কর	৬,০৩,৮৭,০০০
খ)	ময়লা কর	৬,০৩,৮৬,৯০০
গ)	আলো কর	২,৫৮,৮০,১০০
ঘ)	সারচার্জ	১০,০০,০০০
ঙ)	স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর	১৫,০০,০০,০০০
চ)	পেশা, ব্যবসা ও কলিং	৩,০০,০০,০০০
ছ)	ইমারত নির্মাণ ও পুনঃ নির্মাণ ফি	১০,০০,০০০০
জ)	বিজ্ঞাপন কর	৫০,০০,০০০
ঝ)	সিনেমা কর	৪,০০,০০০
ঞ)	যানবাহন (যান্ত্রিক যান ও নৌকা ব্যতিত)	১,৬৯,৫০,০০০
ট)	বিভিন্ন ফিস	১,৯৪,০০,০০০
ঠ)	বিভিন্ন ইজারা	৪,৮৩,৮০,০০০
ড)	অন্যান্য	১১,১৮,৫০,০০০
ঢ)	উন্নয়ন খাত ব্যতিত সরকারী অনুদান	৬৫,০০,০০০
উপ-মোট		**৫৪,৬১,৩৪,০০০**

২। উন্নয়ন আয়

ক)	সরকারী অনুদান	৬,০০,০০,০০০
খ)	সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা বিশেষ মঞ্জুরী	১০,০০,০০,০০০
গ)	মার্কেট নির্মাণ হতে সেলামী	৩৫,০০,০০,০০০
ঘ)	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট	৬৫,৬৩,৭২,২১৩
ঙ)	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচী(ডিপিপির মাধ্যমে)	১২০,০০,০০,০০০
উপ-মোট		**২৩৬,৬৩,৭২,২১৩**
মোট আয় (১+২)		**২৯১,২৫,০৬,২১৩**
প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত		**২৪,২১,৩৯,০৯৪**
সর্বমোট আয়		**৩১৫,৪৬,৪৫,৩০৭**

১। রাজস্ব ব্যয়

		২০১২-১৩
ক)	মেয়র ও কাউন্সিলরদের সম্মানী ভাতা	১,৫০,০০,০০০
খ)	কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য ভাতাদি	৬,৮২,০০,০০০
গ)	যানবাহন ক্রয়, মেরামত, জ্বালানী, বিদ্যুৎ ও অফিস পরিচালন	২,৮৬,০০,০০০
ঘ)	শিক্ষা ব্যয়	১৯,৬০,০০০
ঙ)	স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী	৩৫,৬৩,৬৫,০০০
চ)	কর ধার্য ও কর আদায়	২,০০,০০০
ছ)	বৃক্ষ রোপন ও রক্ষনাবেক্ষন	২০,০০,০০০
জ)	শিক্ষা ও ক্রীড়া	৬০,০০,০০০
ঝ)	সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান	৬২,০০,০০০
ঞ)	দারিদ্র দুরীকরন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ণ	৪৮,৬০,০০০
ট)	ভূমি উন্নয়ন কর	৩,৫০,০০০
ঠ)	আইন খরচ ও পরচা দাখিলা উত্তোলন	১৫,০০,০০০
ড)	জাতীয় দিবস উদযাপন	১৫,০০,০০০
ঢ)	আনন্দ ভ্রমন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	৫,০০,০০০
ণ)	জরুরী ত্রান	২০,০০,০০০
ত)	বিবিধ	৪,৪২,৮৪,০০০
থ)	বিমএমডিএফ ঋণ পরিশোধ	৯৭,২০,০০০
দ)	বিএমডিএফ ম্যাচিং ফান্ডে স্থানান্তর	২,০০,০০,০০০
উপ-মোট		**৫৬,৯২,৩৯,০০০**

২। উন্নয়ন ব্যয়

ক)	অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন	৫০,৬৩,১৮,০০০
খ)	অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন	১৫,৯৭,০০,০০০
গ)	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প	৬৫,৬৩,৭২,২১৩
ঘ)	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচী	১২০,০০,০০,০০০
উপ-মোট		**২৫২,২৩,৯০,২১৩**
মোট ব্যয় (১+২)		**৩০৯,১৬,২৯,২১৩**

উদ্ধৃত্ত (আয়-ব্যয়)	**৬,৩০,১৬,০৯৪**

সম্মানিত সুধী মন্ডলী, প্রিয় নগরবাসী, সাংবাদিকবৃন্দ, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ এবং প্রিয় কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ,

অনেক কর্মব্যস্ততার মাঝে অদ্যকার বাজেট অধিবেশনে আপনাদের উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং ভবিষ্যতে সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে যেকোন পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য আহবান জানাচ্ছি।

ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী
মেয়র
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন